ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

SFDF

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান
প্রধান কার্যালয়
পল্লী ভবন (৭ম তলা)
www.sfdf.gov.bd

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠনের প্রেক্ষাপট

- বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ১৯৭২ সালে এশিয়া অঞ্চলের ০৮(আট)টি দেশ যথা-বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ফিলিপাইনস, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া ও থাইল্যান্ডের ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য Asian Survey On Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD) শীর্ষক একটি স্টাডি প্রকল্প গ্রহণ করে।
- স্টাডি প্রকল্পের প্রতিবেদনে গ্রামীণ দরিদ্রদেরকে সকল প্রকার সেবা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্রদের নিয়ে একটি "গ্রহণকারী ব্যবস্থা" গড়ে তোলা এবং "প্রদানকারী ব্যবস্থাকে" ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয়।
- স্টাডি প্রজেক্টে ০৮টি দেশ অংশগ্রহণ করলেও এ প্রকল্পের সুপারিশ বাস্তবায়নে সে সময় বাংলাদেশই সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে। এ সুপারিশের আলোকে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর আওতায় "Action Research on Small Farmers and Landless Labourers Development Project (SFDP)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে যা ১৯৮০ সাল পর্যন্ত চলমান ছিলো।
- শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রায়ই বলতেন, বাংলাদেশ অর্থ গ্রাম, অর্থাৎ দেশের উন্নয়ন গ্রাম ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। এ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে তিনি গ্রামীণ দরিদ্র, ভূমিহীন ও নারী-পুরুষ সব স্তরের মানুষের জীবনমান উন্নতির জন্য পল্লী উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তারই চিন্তাধারায় গ্রহণকৃত (SFDP) প্রকল্পটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৯৮০ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ২৪ বছর প্রকল্প আকারে বাস্তবায়িত হয়।

ফাউন্ডেশনের রূপান্তর ও আইনগত ভিত্তি:

- ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন কর্মসূচী, Small Farmers and Landless Labourers Development Project (SFDP) প্রকল্পটি ২০০৪ সালে সফলভাবে সমাপ্তির পর Small Farmers Development Foundation (SFDF) নামে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২৮ ধারার বিধানমতে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এন্ড ফার্মস, বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিবন্ধনের মাধ্যমে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাত ধরে ২৭ জুলাই, ২০০৫ সালে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয় এবং ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে মাঠ কার্যক্রম শুরু হয়।

ফাউন্ডেশনের ভিশন ও মিশন:

ভিশন:

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন, আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও জীবনমান উন্নয়ন।

মিশন:

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সদস্যদেরকে কেন্দ্রভুক্ত করে নিজস্ব পুঁজি গঠন ও জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্ত ঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ক্ষমতায়নে এসব পরিবারের নারীদেরকে সম্পৃক্তকরণ।

ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য:

১। গ্রামীণ ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ ও মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয়ের উৎস বাড়ানো এবং তাঁদের আয় বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা।

২। দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

৩। সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উন্নয়নে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ।

৪। আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা ও সম্মেলনের আয়োজন করা।

৫। আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

কার্যাবলি:

১। গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে সংগঠিতকরণ;

২। সংগঠিত পুরুষ/মহিলাদেরকে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;

৩। ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;

৪। সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন ; এবং

৫। সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান।

লক্ষিত (Target) জনগোষ্ঠী:

ক) আয়ের ভিত্তিতে

- পরিবারের মাসিক গড় আয় সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা এবং শহরতলীতে ৩০,০০০ টাকা ।
- পর্যাপ্ত নিজস্ব মূলধন না থাকা।
- বছরের কোনো কোনো সময়ে আত্মীয় স্বজন থেকে হাওলাত/মহাজন থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে হয়।

খ) জমি ও সম্পদের ভিত্তিতে

- বসতভিটা ছাড়া সর্বোচ্চ ০.০৫-২.৪৯ একর চাষযোগ্য জমির স্বত্বাধিকারী।
- ব্যবসার পুঁজির জন্য বছরের কোনো না কোনো সময়ে মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয়।
- ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক চাষী পরিবারভুক্ত, যাদের কৃষি কাজের পাশাপাশি বাজারে বা গ্রামে নিজস্ব ক্ষুদ্র ব্যবসা রয়েছে।
- যাদের ব্যতিক্রমধর্মী সৃজনশীলতা ও দক্ষতা আছে কিন্তু মূলধনের জন্য তা কাজে লাগাতে পারছে না- এমন উদ্যোগী সদস্য।

ফাউন্ডেশনের কর্ম এলাকা :

বর্তমানে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম দেশের ৮টি বিভাগের ৩৬টি জেলার ২০০টি উপজেলায় বিদ্যমান রয়েছে।

ফাউন্ডেশনের জনবল:

ফাউন্ডেশনের অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১২৪৯টি। বিদ্যমান জনবল ৮২৪ জন। তন্মধ্যে ০১ জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ০২ জন মহাব্যবস্থাপক, ০৫ জন উপ-মহাব্যবস্থাপক, ০৯ জন সহকারী মহাব্যবস্থাপক, ২৫ জন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ১৭৬ জন সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা ব্যবস্থাপক, ৫৪১ জন সিনিয়র মাঠ কর্মকর্তা/মাঠ কর্মকর্তা/মাঠ সংগঠক ও অন্যান্য পদে ৬৫জন রয়েছে।

ফাউন্ডেশনের শূন্য পদের তালিকা :

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	বিদ্যমান জনবল	শূন্য পদ
০১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১	০১	০
০২. মহাব্যবস্থাপক	০২	০২	০
০৩. উপ-মহাব্যবস্থাপক	০৫	০৫	০
০৪. সহকারী মহাব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক	৩৩	৩৩	০
০৫. ব্যবস্থাপক/সিনিয়র উপজেলা ব্যবস্থাপক/উপ-ব্যবস্থাপক	৬৪	৫৫	০৯
০৬. সহকারী ব্যবস্থাপক/উপজেলা ব্যবস্থাপক	১৬৩	১৩৯	২৪
০৭. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/হিসাব নিরীক্ষক/হিসাব রক্ষক/কম্পিউটার অপারেটর/সিনিয়র মাঠ কর্মকর্তা/অফিস সহকারী কাম-ডাটা-এন্ট্রি অপারেটর/ডাটা এ্যানালাইসিস অপারেটর/হিসাব সহকারী/প্রশাসনিক সহকারী/পরিবীক্ষণ সহকারী/নিরীক্ষা সহকারী/ডেসপাস রাইডার/ড্রাইভার/মাঠ কর্মকর্তা/সহকারী হিসাব রক্ষক/মাঠ সংগঠক	৯৪৫	৫৬২	৩৮৩
০৮. ৪র্থ শ্রেণীর পদ	৩৬	২৭	৯
মোট	**১২৪৯**	**৮২৪**	**৪২৫**

ফাউন্ডেশন পরিচালনা কর্তৃপক্ষ :

(ক) সাধারণ পর্ষদ (খ) পরিচালনা পর্ষদ (গ) চেয়ারপার্সন (ঘ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক

(ক) সাধারণ পর্ষদ:

১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাধারণ পর্ষদ রয়েছে। পদাধিকারবলে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সভাপতি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সদস্য-সচিব।

সাধারণ পর্ষদের গঠন:

ক্র: নং	পদবি ও সংস্থা	পর্ষদে অবস্থান
১।	সচিব (এক্স-অফিসিও) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সভাপতি
২।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এক্স-অফিসিও) পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	সদস্য
৩।	মহাপরিচালক (এক্স-অফিসিও) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)	সদস্য
৪।	মহাপরিচালক (এক্স-অফিসিও) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	সদস্য
৫।	যুগ্ম সচিব (বাজেট অনুবিভাগ-৫) (এক্স-অফিসিও) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	যুগ্ম সচিব (সম্প্রসারণ) (এক্স-অফিসিও) কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	যুগ্ম সচিব (এক্স-অফিসিও) পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৮।	যুগ্ম সচিব (এক্স-অফিসিও) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯।	জনাব ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ (সরকার মনোনীত) সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ (সাবেক অতিরিক্ত সচিব) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	সদস্য
১০।	জনাব মোসাঃ কামরুন্নাহার, এনডিসি (সরকার মনোনীত) সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ যুগ্ম সচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
১১।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এক্স-অফিসিও) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	সদস্য-সচিব

সাধারণ পর্ষদের কার্যাবলি:

ক) ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সামগ্রিক নীতি-নির্দেশনা প্রদান;

খ) পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক বাজেট চূড়ান্ত অনুমোদন;

গ) পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শীট এবং নিরীক্ষীত হিসাব বিবেচনাকরণ;

ঘ) পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন বিবেচনাকরণ; এবং

ঙ) সাধারণ পর্ষদ বছরে একবার সাধারণ সভা আহবান করবেন। তবে, ১৫ মাসের উর্ধ্বে নয়।

(খ) **পরিচালনা পর্ষদ:**

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পদাধিকারবলে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সভাপতি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সদস্য-সচিব।

ক্র: নং	পদবি ও সংস্থা	পর্ষদে অবস্থান
১।	সচিব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সভাপতি
২।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	সদস্য
৩।	মহাপরিচালক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)	সদস্য
৪।	যুগ্ম সচিব (বাজেট অনুবিভাগ-৫) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	জনাব ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ (সরকার মনোনীত) সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ (সাবেক অতিরিক্ত সচিব) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	সদস্য
৬।	জনাব মোসাঃ কামরুন্নাহার, এনডিসি (সরকার মনোনীত) সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ যুগ্ম সচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৭।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	সদস্য-সচিব

পরিচালনা পর্ষদের কার্যাবলি:

ক) পরিচালনা পর্ষদ সাধারণ পর্ষদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে কাজ করবে;

খ) ফাউন্ডেশনের মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন অনুসারে বিভিন্ন বিধি-উপবিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন;

গ) কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও প্রকল্প গ্রহণের বিষয় বিবেচনাকরণ;

ঘ) অর্থ বছরের বাজেট ও সংশোধিত বাজেট অনুমোদন;

ঙ) প্রশাসনিক, আর্থিক ও আইনগত বিষয় অনুমোদন;

চ) বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;

ছ) জনবল কাঠামো, নতুন পদ সৃজন ও বেতনস্কেল বিবেচনাকরণ;

জ) 'বার্ষিক সাধারণ সভা' অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ; এবং

ঝ) প্রতি ০৩ মাসে কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠান।

ফাউন্ডেশনের ২০২৪-২৫ সময়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম:

(ক) ২০২৪-২৫ সময়ে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি/ চাকরি হতে অবসরঃ

ক্র: নং	স্বেচ্ছায় অব্যাহতি (জন)	অবসরপ্রাপ্ত (জন)	মোট (জন)	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪ (২+৩)	৫
১.	১৮	০৩	২১	৬৮,১৪,৩৬৭.০০

(খ) ২০২৪-২৫ সময়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরি পদে ২১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম/দায়িত্বে অবহেলার কারণে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। তন্মধ্যে ১৯টি মামলা নিম্নমতে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট (২১-১৯)= ২টি মামলা নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্র: নং	পদের নাম	মামলা নিষ্পত্তি (জন)	চাকরি হতে অবসর প্রদান (জন)	চাকরিচ্যুতি (জন)	সর্বমোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক	০১	-	-	০১
২.	সিনিয়র উপজেলা ব্যবস্থাপক	০৩	০১	-	০৪
৩.	উপজেলা ব্যবস্থাপক	০২	-	০৩	০৫
৪.	সিনিয়র মাঠ কর্মকর্তা	০৩	-	০১	০৪
৫.	মাঠ কর্মকর্তা	০১	-	০৩	০৪
৬.	ড্রাইভার	-	০১	-	০১
	মোট=	১০	০২	০৭	১৯

(গ) উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন ও ফৌজদারি মামলা:

মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট (চাকরিতে পুনর্বহাল)	ফৌজদারি (ক্রিমিনাল) সিআর কেস মামলা (আর্থিক অনিয়মের কারণে ফাউন্ডেশন বাদী হয়ে মামলা দায়ের)	কোর্ট কর্তৃক দুদকে অধিকতর অনুসন্ধানের জন্য স্থানান্তর (আর্থিক অনিয়মের কারণে ফাউন্ডেশন বাদী হয়ে মামলা দায়ের)	সর্বমোট
১	২	৩	৪(১+২+৩)
০৬	২২	১২	৪০টি

(ঘ) পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠানঃ

২০২৪-২৫ মেয়াদে ফাউন্ডেশনের 'পরিচালনা পর্ষদ' এর ০২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ০২টি সভায় মোট ৫২টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভা অনুষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলোঃ

সভার তারিখ	সভা সংখ্যা	গৃহীত সিদ্ধান্ত সংখ্যা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২৪-০৬-২০২৫	৬০ তম	১৯	২০২৪-২৫ মেয়াদে ফাউন্ডেশনের 'পরিচালনা পর্ষদ' এর ০২টি সভায় গৃহীত ৫২টি সিদ্ধান্তের মধ্যে শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
১৯-০৩-২০২৫	৫৯তম	৩৩	
মোট=	**০২টি**	**৫২টি**	

(ঙ) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানঃ

২০২৫ সময়ে ফাউন্ডেশনের 'সাধারণ পর্ষদ' এর ০১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মোট ১৯টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভা অনুষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলোঃ

সভার তারিখ	সভা সংখ্যা	গৃহীত সিদ্ধান্ত সংখ্যা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২৯-০৫-২০২৫	১৪তম	১৯টি	২০২৫ সময়ে অনুষ্ঠিত ০১টি এজিএম সভায় গৃহীত ১৯টি সিদ্ধান্ত শতভাগ বাস্তবায়নে করা হয়েছে।

প্রতিবেদনাধীন ২০২৪-২০২৫ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ
ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি

ফাউন্ডেশনের অনুকূলে আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মাসে কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি এবং সর্বশেষ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুন্নয়ন খাত হতে থোক আরো ৪.০০ কোটি আবর্তক ঋণ সহায়তা পাওয়া যায়। ২০০৯ এ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের জন্য Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) থেকে ২৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অপর একটি এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আরো একটি প্রকল্পসহ মোট ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন পর্যায়ক্রমে দেশের ২৮টি জেলার ১১৯ টি উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সর্বমোট ১২৮.১৮ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল সহযোগিতা পায়। ফলে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ৫৪ টি উপজেলাসহ দেশের ৩৬টি জেলার ১৭৩টি উপজেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়।

২০২০-২১ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা সহায়তা প্যাকেজের আওতায় ১০০.০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ফলে বর্তমানে ২৪২.১৮ কোটি টাকা 'আবর্তক ঋণ তহবিল' চলমান প্রকল্প হতে তহবিল প্রাপ্তি ১০৯.০৪ কোটি এবং সার্ভিসচার্জ প্রবৃদ্ধি ২১.০৮ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ৩৭২.৩০ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল এর মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের চলমান একটি প্রকল্পের আওতায় ২৭টি নতুন উপজেলার কার্যক্রম সম্প্রসারণের ফলে ফাউন্ডেশন দেশের ৩৬টি জেলার ২০০টি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

- **ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহ ও আবর্তক তহবিলের চিত্র:**

(টাকার অংক: কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত অর্থ বছর	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	আবর্তক ঋণ তহবিল
০১.	২০০৫-২০০৬	সরকারের অনুন্নয়ন খাত	-	৫.০০	৫.০০
০১.	২০০৮-২০০৯	সরকারের অনুন্নয়ন খাত	-	৫.০০	৫.০০
০১.	২০০৯-২০১০	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রকল্প	জুলাই,২০০৯-জুন,২০১৪	২৯.৩৮	২৭.৪৮
০২.	২০১২-২০১৩	দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই,২০১৩-ডিসেম্বর,২০১৬	৫৯.১৩	৩৮.২০
০৩.	২০১৫-২০১৬	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য়পর্যায়) প্রকল্প	জানুয়ারি,২০১৬-ডিসেম্বর,২০১৯	৯১.৬৪	৬২.৫০
০৪.	২০১৬-২০১৭	সরকারের অনুন্নয়ন খাত	-	-	৪.০০
০৫.	২০২১-২০২২	কোভিড-১৯ প্রণোদনা তহবিল	২০২১-২২ ও ২০২২-২৩		১০০.০০
০৬.	২০২১-২০২২	দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন (চলমান)	জুলাই,২০২২ –জুন,২০২৫	১৪৯.০০	১০৯.০৪
		মোট তহবিল প্রাপ্তি			৩৫১.২২

২০২৪-২০২৫ অর্থবছর ও জুন ২০২৫ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

একনজরে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন মাঠ কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০২৫ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		২০২৩-২৪ অর্থ বছরে অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন, ২০২৫ পর্যন্ত
১। ঋণ কার্যক্রম শুরু	:	-	২০০৭ সালে
২। কার্যক্রম বিস্তৃত জেলা	:	-	৩৬টি
৩। উপজেলা কার্যালয়ের সংখ্যা	:	-	২০০টি
৪। ক্রমপুঞ্জিত কেন্দ্র গঠন (সংখ্যা)	:	৭৭৫	১০,৫১৬
৫। ক্রমপুঞ্জিত সদস্য ভুক্তি (জন)	:	১৯,১৯২ জন	২,৯১,৪০৯
৬। বিদ্যমান সদস্য (জন)	:	-	১,২২,৫৬৯
৭। ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় জমা		২৩২২.৫৮	২০৫,১৭.৫৮
৮। সঞ্চয় স্থিতি	:	-	৫৭,৮৫.১৪
৯। রাজস্ব খাতের বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্তি	:	-	১৪,০০.০০
১০। ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের মাধ্যমে তহবিল প্রাপ্তি	:	-	১২৮,১৮.০০
১১। সদস্য সঞ্চয় হতে বিনিয়োগ	:	-	১৬,৪৬.০০
১২। কোভিড-১৯তহবিল প্রাপ্তি		-	১০০,০০.০০
১৩। চলমান প্রকল্প হতে প্রাপ্তি		৩৯৮২.৪১	১০৯,০৪.৪১
১৪। সার্ভিসচার্জ প্রবৃদ্ধি	:	২৬৮.০০	২১,০৮.০০
১৫। সর্বমোট আবর্তক ঋণ তহবিল (৯+১০+১১+১২+১৩+১৪)			**৩৮৮,৭৬.৪১**
১৬। ঋণ বিতরণ (আসল)		৫৭৪৬৪.৪৪	২৬০৫,৪৩.৯৩
১৭। ঋণ আদায় (আসল)		২৭৩৯১.৬৮	২,০২৩,১০.৮৮
১৮। সার্ভিস চার্জ আদায়		২৩৭৮.২৫	২১৯,১৭.২৫
১৯। ঋণ আদায়ের হার	:	-	৯৭%
২০। খেলাপি স্থিতি	:	-	৬৯,১৪.৪৮
২১। মাঠে বিনিয়োগ স্থিতি (আসল)	:	-	৩৩০,৪৩.৯৯
২২। অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থার প্রবর্তন	:	-	প্রধান কার্যালয়সহ ২০০ টি উপজেলা কার্যালয়

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির বিস্তারিত বিবরণ:

কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি:

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ১০–২৫ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে। ২০২৪–২০২৫ অর্থ বছরে ৭৭৫ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১৯,১৯২ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয় । জুন'২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১০৫১৬ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২,৯১,৪০৯ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়।

ঋণ বিতরণ ও আদায়:

ফাউন্ডেশনের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে ১২ মাস/ ১৮ মাস/ ২৪ মাস মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সাপ্তাহিক কিস্তিতে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে মাসিক কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। ২০২৪–২০২৫ অর্থ বছরে ৫৭৪৬৪.৪৪ লক্ষ টাকা (আসল) ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ২৭৩৯১.৬৮ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। জুন'২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ২৬০৫,৪৩.৯৩ লক্ষ টাকা (আসল) ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ২,০২৩,১০.৮৮ লক্ষ টাকা (আসল) আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৭% ভাগ।

পুঁজি গঠন:

ফাউন্ডেশনের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ৫০ টাকা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণে মাসিক ৫০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সুফলভোগীদের ২৩২২.৫৮ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা হয়। এ প্রক্রিয়ায় জুন'২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ২০৫১৭.৫৮ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ:

ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন আইসিটি ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। চলতি অর্থবছরে ৪২৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং জুন'২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৫৮৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সুফলভোগী প্রশিক্ষণ:

সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড যেমন- কৃষি ও কৃষি উৎপাদন সংশ্লিষ্টখাত ও বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ৭,৭২৫ জন সুফলভোগীকে আয়বর্ধনমুলক ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন'২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৭৯,৬৯২ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন:

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন সে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। ফাউন্ডেশনের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ভর্তিকৃত ২,৯১,৪০৯ জন সদস্যদের মধ্যে ২,৩৩,১২৭ জন নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যের শতকরা হার ৮০%। সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে চলতি অর্থবছরে ৪৫৯৭১.৫৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং তাঁরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ১৮৫৮.০৬ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রের নারী সভাপতি, ম্যানেজার এবং সদস্যদের মধ্যে যারা সৃজনশীল ও নারী নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম তাঁদেরকে তালিকাভুক্ত করে এ পর্যন্ত ৬৬৬৩২ জন নারী সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীগণ প্রশিক্ষণ লব্দ অভিজ্ঞতা কেন্দ্রের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে নারীদের উৎপাদন, আত্ন-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁদের আত্ন-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। ফলে দারিদ্র্য হ্রাসকরণের পাশাপাশি যৌতুক প্রথা ও বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন ও শিক্ষা বিষয়ে নারীগণ অধিক সচেতন হয়েছেন। ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন।

প্রস্তাবিত প্রকল্প :

- জিওবি অর্থায়নে ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে এডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত "দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)" ২৬৩.০০ কোটি টাকার প্রকল্পের অনুকূলে মাত্র ৪৩.০০ কোটি টাকা অর্থায়নের সম্মতি অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্পটির পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের নিমিত্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ৩০।০৮।২০২৬ তারিখে পুনরায় যাচাই কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হবে।
- "গ্রামীণ ক্ষুদ্র কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক ও কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ সহায়তা" শীর্ষক একটি প্রকল্প ১০০টি উপজেলায় ১০০৯.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের পুনর্গঠিত ডিপিপি'র অর্থায়নের ধরণ/প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ:

ক) **আর্থিক:** বর্তমানে ফাউন্ডেশনে ৩৭৬.৯৬ কোটি টাকা তহবিল বিদ্যমান রয়েছে। ফাউন্ডেশনের আওতাধীন ২০০টি উপজেলায় টেকসই ও ক্ষুদ্র-প্রান্তিক কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী সেবা দিতে হলে আরো ১,৪০০ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল প্রয়োজন। এছাড়াও বাংলাদেশের সমগ্র উপজেলায় ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য আবর্তক ঋণ তহবিল বরাদ্দের প্রয়োজন যা ফাউন্ডেশনের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

খ) **নিয়মিত বাজেট না থাকা:** সরকার হতে ফাউন্ডেশন বাৎসরিক নিয়মিত বাজেট না পাওয়ার কারণে বেতন-ভাতা ও পরিচালন ব্যয় বহন করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এজন্য সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে প্রতি বছর নিয়মিত বাজেট থেকে বেতন-ভাতা ও পরিচালন ব্যয় বাবদ কমপক্ষে ২৫.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।

গ) **জনবল:** বর্তমানে ফাউন্ডেশনে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১২৭৪ জন বিদ্যমান জনবল ৮২৫ জন। শূন্য পদ রয়েছে ৪৪৯ জন। ফাউন্ডেশন বিতরণকৃত ঋণের সার্ভিস চার্জের আয়ের মাধ্যমে বেতন-ভাতা ও পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। আবর্তক ঋণ তহবিলের সংকটের কারণে সব শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেয়া সম্ভব না হলেও এ বছরে বিভিন্ন পদে মাত্র ৪৪ জন নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) **স্থায়ী ভবন না থাকা:** ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন না থাকায় প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে ২১ বছর যাবৎ ভাড়ায় অফিস কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

চ্যালেঞ্জ উত্তরণের পরিকল্পনা:

ক) নিয়মিত বাজেট: সরকার হতে ফাউন্ডেশন বাৎসরিক নিয়মিত বাজেট না পাওয়ার কারণে বেতন-ভাতা ও পরিচালন ব্যয় বহন করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এজন্য সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে প্রতি বছর নিয়মিত বাজেট থেকে বেতন-ভাতা ও পরিচালন ব্যয় বাবদ কমপক্ষে ২৫.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন

খ) ফাউন্ডেশন বর্তমানে দেশের ৩৬ জেলার ২০০টি উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন উপজেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।

নতুন প্রকল্প প্রস্তাব:

১। "দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক ৪৩.০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প ২০২৬-২৭ অর্থবছরে এডিপি'তে সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। প্রকল্পটির অর্থায়নের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে।

২। "গ্রামীণ ক্ষুদ্র কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক ও কৃষিভিত্তিক প্রশিক্ষণ সহায়তা (১ জুলাই, ২০২৭ -৩০ জুন, ২০৩০)" শীর্ষক ১০০৯.০০ কোটি টাকার প্রকল্পটি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ADP তে সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। প্রকল্পটির অর্থায়নের সম্মতির জন্য ২৫।০৮।২০২৬ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

গ) **প্লট বরাদ্দ/নিজস্ব ভবন:** আগারগাঁও শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকায় প্লট বরাদ্দ এবং প্রস্তাবিত আগারগাঁও সমন্বিত অফিস ভবনে ফ্লোর বরাদ্দের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের স্থিরচিত্র:

চিত্র-০১

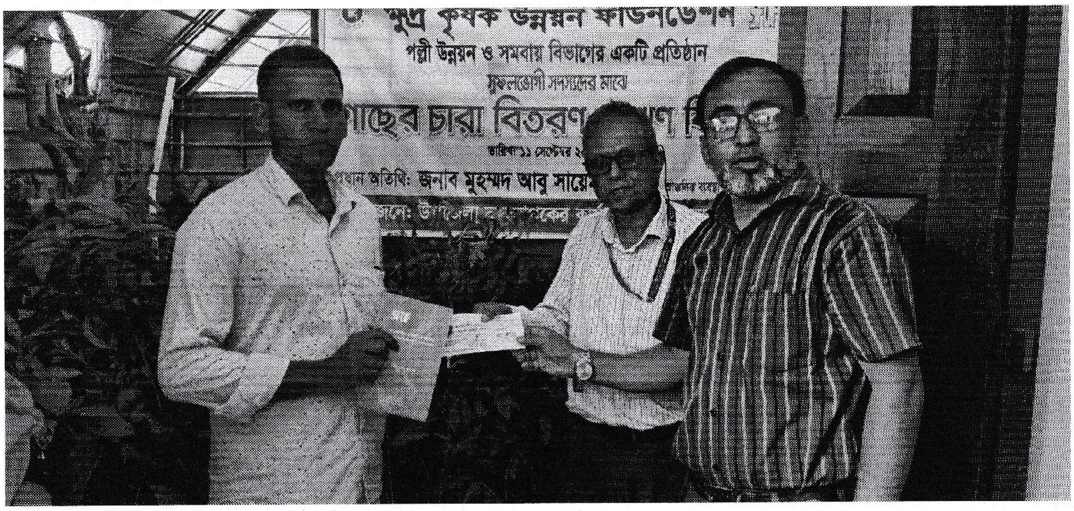

চিত্র: নওগাঁ সদর উপজেলা কার্যালয়ে সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের চেক প্রদান ও গাছের চারা বিতরণ কার্যক্রমের চিত্র।

চিত্র-০২

চিত্র: খোকসা, কুষ্টিয়া উপজেলার নির্বাহী অফিসারের উপস্থিতিতে সুফলভোগী সদস্যদেরকে গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের চিত্র।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

Successful Story
সফলতার গল্প

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান
প্রধান কার্যালয়
পল্লী ভবন (৭ম তলা)
www.sfdf.gov.bd

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ছোঁয়ায় মো: জাহিদুল ইসলামের ভাগ্যের চাকা বদল

এক সফল খামারির গল্পঃ

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার কয়খা গ্রামের এক সাধারণ ও পরিশ্রমী মানুষ মো: জাহিদুল ইসলাম । বাবা হাবিব মোল্লার হাত ধরে জীবনের টানাপোড়েন দেখলেও, নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের এক তীব্র ইচ্ছা ছিল জাহিদুলের মনে। অতীতে আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো না থাকায় সংসার চালাতে তাকে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হতো। কিন্তু সঠিক সময়ে সঠিক সুযোগ এবং নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম আজ তাকে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলেছে।

সাফল্যের শুরু ও প্রথম পদক্ষেপ (ব্রয়লার খামার):

আর্থিক অনটনের দিনগুলোতে জাহিদুল ইসলামের পাশে এসে দাঁড়ায় ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (SFDF)। ফাউন্ডেশনের সদস্য (সদস্য কোড-৩৫৫১-০৩৭-০১২) হওয়ার পর তিনি নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার সাহস পান। নিজের সততা ও মেহনতের পরিচয় দিয়ে তিনি প্রথমবার ১০।০৮।২০২৩ তারিখে ১ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই ঋণের টাকা দিয়ে তিনি তার বাড়ির পাশে একটি ব্রয়লার মুরগির খামার গড়ে তোলেন। প্রথমবারেই সঠিক পরিচর্যা ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে তিনি বেশ লাভবান হন এবং সফলতার প্রথম ধাপ স্পর্শ করেন।

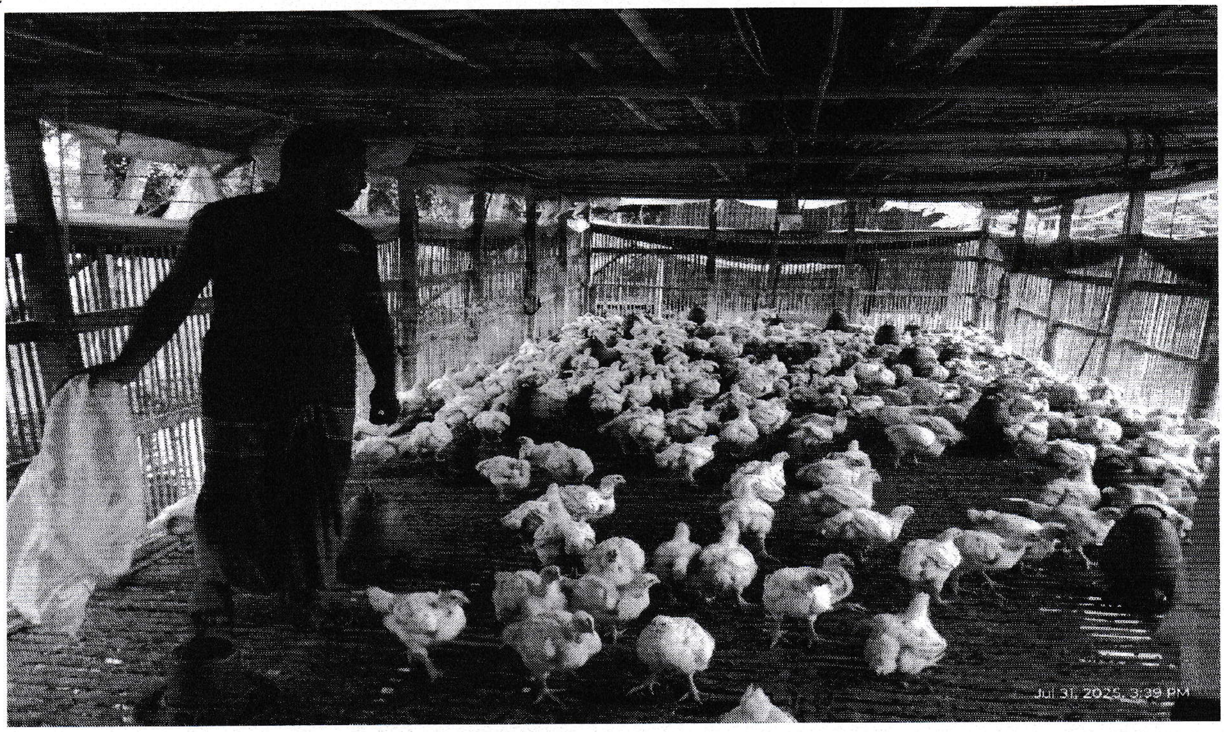

দ্বিতীয় ঋণে ব্যবসার সম্প্রসারণ (দুগ্ধ খামার):

প্রথম খামারের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে জাহিদুল ইসলাম তার ব্যবসাকে আরও বড় করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম ঋণের টাকা সঠিকভাবে পরিশোধ করার পর, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন থেকে তিনি দ্বিতীয়বার ২০।১০।২০২৪ তারিখে ২ লক্ষ টাকা ঋণ করেন । এই পুঁজি কাজে লাগিয়ে তিনি নিজের বাড়ির আঙিনায় গড়ে তোলেন একটি উন্নত জাতের দুগ্ধ খামার । যেখানে তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং পিতা কঠোর পরিশ্রম করে গাভী পালন করেন। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা দুধ বিক্রির মাধ্যমে তার সংসারে সচ্ছলতা আসতে শুরু করে। সংযোজিত হয় নতুন আয়ের উৎস । কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দুটি ছোট খামারকে সফলভাবে টিকিয়ে রেখে তিনি এলাকায় একজন দক্ষ খামারি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

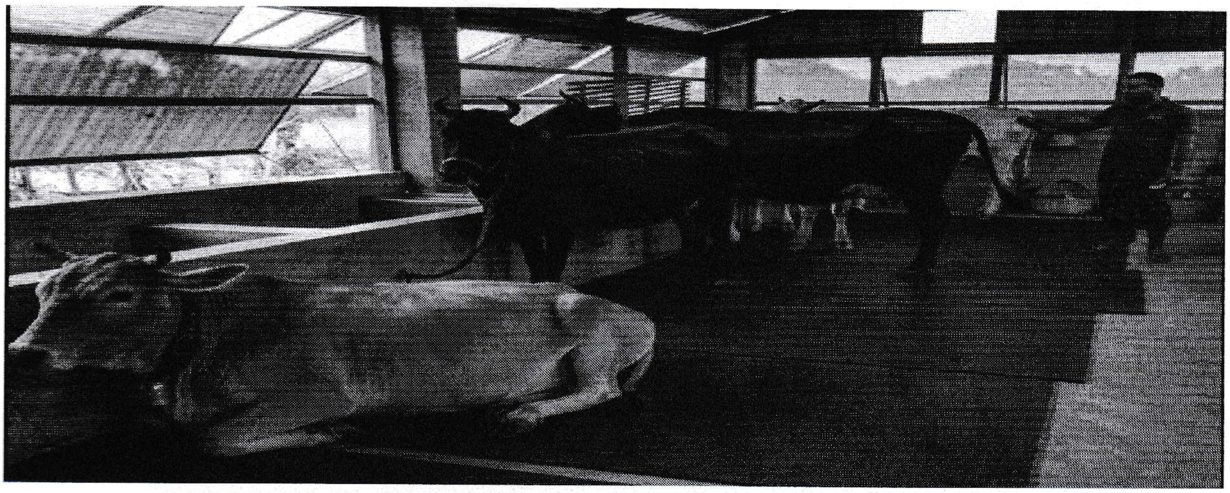

<u>তৃতীয় ঋণ ও বহুমাত্রিক খামারি হিসেবে আত্মপ্রকাশ (মৎস্য খামার):</u>

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এই সফল উদ্যোক্তাকে মৎস চাষের উপরে দুই দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যে প্রশিক্ষণের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তিনি জমি লিজ নিয়ে মৎস খামার তৈরি করেন। এরপর বড়সড় মৎস্য প্রকল্প চালুর উদ্দেশ্যে তিনি তৃতীয়বার ২৬।১১।২০২৫ তারিখে ফাউন্ডেশন থেকে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই বড় অঙ্কের পুঁজি দিয়ে তিনি একটি আধুনিক মৎস্য খামার বা মাছের ঘের তৈরি করেন । তার এই পুকুরে এখন বিভিন্ন প্রজাতির সাদা মাছের বিপুল সমাহার, যা স্থানীয় বাজারের চাহিদা মেটাচ্ছে।

<u>আজকের স্বাবলম্বী জাহিদুল ইসলাম:</u>

যে জাহিদুল ইসলাম একসময় আর্থিক কষ্টে দিন কাটাতেন, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের পর্যায়ভিত্তিক ঋণ (সর্বমোট ৭.৫ লক্ষ টাকা) এবং নিজের মেধা ও শ্রমের সমন্বয়ে আজ তিনি সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী। ব্রয়লার মুরগি, দুগ্ধ খামার আর মাছের ঘের—এই তিন ধরণের খামারের সফল পরিচালনা তাকে কয়খা গ্রামের একজন আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। মো: জাহিদুল ইসলামের এই সফলতার কাহিনী প্রমাণ করে যে, সঠিক সময়ে সামান্য প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকলে যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি জয় করে সফলতার শিখরে পৌছানো সম্ভব।

সংগ্রাম থেকে স্বাবলম্বিতা

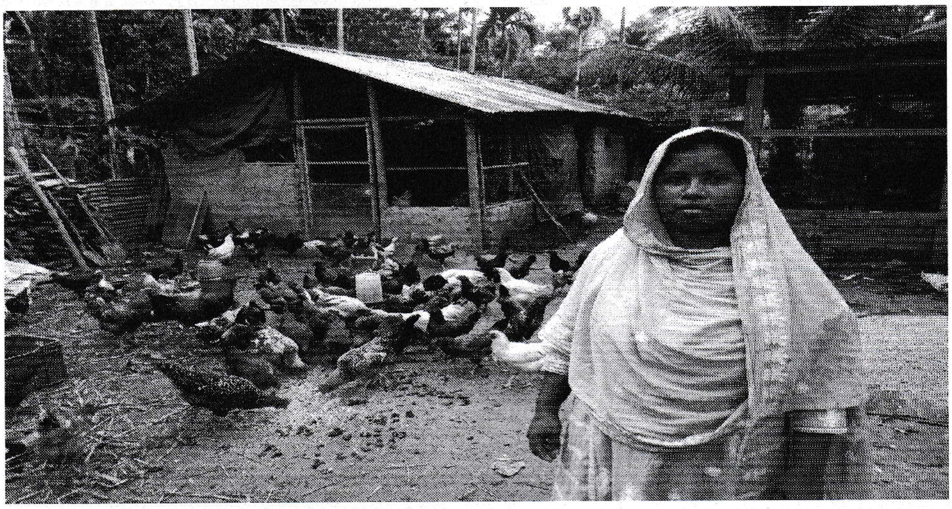

আঁখি আক্তার বিথীর জীবন বদলে দেওয়া এক স্বপ্নযাত্রা

বরিশাল সদর উপজেলার ২৬ নং ওয়ার্ডের হরিনাফুলিয়া গ্রামের আঁখি আক্তার বিথীর বাড়িতে গেলে এখন চোখে পড়ে এক ব্যস্ত ও প্রাণবন্ত সংসারের ছবি। বাড়ি আঙিনাজুড়ে হাঁস-মুরগির বিচরণ, গোয়ালে গরু, পাশে ছাগল; আর পরিবারের আয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন হিসেবে রয়েছে একটি অটো রিকশা। সব মিলিয়ে যেন একটি ছোট্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ খামারবাড়ি। অথচ এই ছবিটি কয়েক বছর আগেও এমন ছিল না। একসময় সীমিত আয়ের কারণে সংসার চালাতেই যেখানে হিমশিম খেতে হতো, আজ সেই পরিবারই নিজেদের পরিশ্রমে স্বাবলম্বী হয়ে স্বচ্ছলতার সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে।

এই পরিবর্তনের নেপথ্যে রয়েছেন একজন স্বপ্নবান নারী—**মোসা. আঁখি আক্তার বিথী**। স্বামী মোঃ নজরুল ইসলাম, ১১ বছরের মেয়ে ও ৪ বছরের ছেলেকে নিয়ে শ্বশুর-শাশুড়িসহ যৌথ পরিবারে বসবাস করেন তিনি। সংসারের অভাব-অনটনকে ভাগ্যের লিখন হিসেবে মেনে না নিয়ে বরং নিজের সামর্থ্য ও পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে কিছু করার প্রত্যয় থেকেই শুরু হয় তার নতুন পথচলা। সেই পথচলায় তার পাশে এসে দাঁড়ায় **ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) বরিশাল সদর উপজেলা**। এসএফডিএফ বরিশাল সদর উপজেলা কার্যালয় থেকে পর্যায়ক্রমে ঋণ নিয়ে তিনি একের পর এক আয়বর্ধক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে ছোট ছোট উদ্যোগ মিলেই আজ তার পরিবারের জন্য তৈরি হয়েছে একটি শক্তিশালী ও বহুমুখী আয়ের ব্যবস্থা।

একটি ছোট স্বপ্নের প্রথম পদক্ষেপ

২০১৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর এসএফডিএফ থেকে প্রথমবার **৪৫,০০০ টাকা ঋণ** গ্রহণ করেন আঁখি আক্তার বিথী। সেই অর্থ দিয়ে তিনি শুরু করেন **হাঁস পালন ও পারিবারিকভাবে পরিচালিত ছোট একটি খামারভিত্তিক উদ্যোগ**। শুরুটা ছিল ছোট, কিন্তু স্বপ্নটি ছিল অনেক বড়। নিজের বাড়ির পরিবেশ ও পারিবারিক শ্রমকে কাজে লাগিয়ে তিনি ধীরে ধীরে হাঁস পালনের মাধ্যমে আয়ের একটি নতুন পথ তৈরি করেন। প্রথম উদ্যোগে কিছুটা সফলতা আসতেই তিনি বুঝতে পারেন—একটি আয়ের উৎসের ওপর নির্ভরশীল না থেকে ধীরে ধীরে আরও কিছু উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে পরিবারের আর্থিক অবস্থার স্থায়ী পরিবর্তন আনা সম্ভব।

একটি উদ্যোগের ওপর আরেকটি উদ্যোগের সংযোজন

সেই ভাবনা থেকেই ২০২০ সালের ২৫ আগস্ট দ্বিতীয়বার **৫০,০০০ টাকা ঋণ** গ্রহণ করে হাঁস পালনের চলমান উদ্যোগের পাশাপাশি যুক্ত করেন **দেশি মুরগি পালন**। নতুন উদ্যোগ শুরু হলেও আগের হাঁস পালনের কার্যক্রম বন্ধ করেননি। বরং দুটিকে পাশাপাশি চালিয়ে যেতে থাকেন। এভাবেই আঁখির বাড়ির উঠান ধীরে ধীরে পরিণত হতে থাকে একটি ছোট্ট পারিবারিক প্রাণিসম্পদভিত্তিক উদ্যোগে। হাঁস ও মুরগির পরিচর্যা, খাবারের ব্যবস্থা, বাচ্চা উৎপাদন ও বিক্রির মাধ্যমে পরিবারের আয়ে যুক্ত হতে থাকে নতুন মাত্রা। সংসারের কাজের পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রী দুজনের শ্রমেই এগিয়ে যেতে থাকে এই উদ্যোগ। এই সময়টাতেই তার মধ্যে তৈরি হয় আরও বড় কিছু করার আত্মবিশ্বাস। আর সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই আসে তৃতীয় পদক্ষেপ—**ছাগল পালন**।

ছোট উদ্যোগ থেকে বড় স্বপ্নের পথে

২০২১ সালের ৩১ আগস্ট তৃতীয়বার **৬০,০০০ টাকা ঋণ** নিয়ে আঁখি আক্তার বিথী শুরু করেন ছাগল পালন। হাঁস ও মুরগির কার্যক্রম তখনও চলমান। অর্থাৎ নতুন কিছু শুরু করার জন্য পুরোনো কোনো উদ্যোগকে বিসর্জন দেননি তিনি। বরং একটির ওপর আরেকটি উদ্যোগ যুক্ত করে পরিবারের সম্পদ ও আয়ের ভিত্তি ক্রমেই শক্ত করেছেন।

পরবর্তীতে ২০২২ সালের ২৬ জুলাই আরও **৩৫,০০০ টাকা ঋণ** গ্রহণ করে চলমান কর্মকাণ্ডকে আরও সম্প্রসারিত করেন। ধীরে ধীরে তার ছোট উদ্যোগগুলো আর বিচ্ছিন্ন কোনো কর্মকাণ্ড থাকল না; বরং পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে একটি সমন্বিত পারিবারিক খামারভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রূপ নিতে শুরু করল।

গরু পালন—স্বপ্নের আরও এক ধাপ

নিজের পরিশ্রমে গড়ে ওঠা উদ্যোগগুলোর ধারাবাহিক সফলতা আঁখি আক্তার বিথীকে আরও বড় স্বপ্ন দেখতে সাহস জোগায়। ২০২৩ সালের ১৯ জুন তিনি **১,২০,০০০ টাকা উদ্যোক্তা ঋণ** নিয়ে ২টি গাভী ক্রয় করেন। এবার তার উদ্যোগের পরিধি আরও বিস্তৃত হলো। হাঁস, মুরগি ও ছাগলের পাশাপাশি যুক্ত হলো গরু পালন। আগের কোনো প্রকল্পই বন্ধ হলো না। বরং প্রতিটি উদ্যোগকে সচল রেখেই তিনি নতুন সম্পদ গড়ে তুলতে থাকলেন। এভাবেই একের পর এক ছোট উদ্যোগ পরিণত হতে থাকে পরিবারের স্থায়ী আয়ের ভিত্তিতে।

তার এই ধারাবাহিক পথচলায় এসএফডিএফের কর্মকর্তাদের নিয়মিত যোগাযোগ, কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরামর্শ তাকে প্রতিটি উদ্যোগ পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করেছে। ফলে ঋণের অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি প্রতিটি উদ্যোগকে ধরে রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

খামারের পাশাপাশি আয়ের নতুন পথ—অটো রিকশা

পরিবারের আয়ের উৎসকে আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে ২০২৫ সালের ১০ নভেম্বর ষষ্ঠবার **২,০০,০০০ টাকা ঋণ** নিয়ে একটি অটো রিকশা ক্রয় করেন আঁখি আক্তার বিথী। স্বামী মোঃ নজরুল ইসলাম নিজেই অটো রিকশাটি চালিয়ে বর্তমানে মাসে গড়ে প্রায় **৩০,০০০ টাকা** আয় করছেন।

অন্যদিকে তাদের পারিবারিক খামারের কার্যক্রমও আগের মতোই সচল রয়েছে। বর্তমানে তাদের রয়েছে **৪টি গরু, ১২টি ছাগল, ৮০টি দেশি হাঁস এবং ৬০টি দেশি মুরগি**। এসব থেকে পরিবারের মাসিক গড় আয় প্রায় **৩৫,০০০ টাকা**। অটো রিকশার আয়সহ বর্তমানে তাদের পরিবারের মাসিক গড় আয় প্রায় **৬৫,০০০ টাকা**।

আজকের স্বচ্ছলতা, আগামী দিনের স্বপ্ন

একসময় যে পরিবারকে অর্থকষ্টের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হতো, আজ তারা নিজেদের শ্রমে স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করছে। শ্বশুর-শাশুড়িসহ যৌথ পরিবারে থেকেও পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসায় তাদের সংসার এগিয়ে চলছে।

আঁখি আক্তার বিথীর কাছে এই সাফল্য শুধু অর্থ উপার্জনের সাফল্য নয়। এটি তার আত্মবিশ্বাসের সাফল্য, তার পরিশ্রমের সাফল্য এবং নিজের হাতে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সাফল্য।

তার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন এখন সন্তানদের নিয়ে। ১১ বছরের মেয়েকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং ছোট ছেলেকেও ভবিষ্যতে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলাই তাদের স্বপ্ন। নিজেদের কষ্টের দিনগুলো পেছনে ফেলে সন্তানদের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ তৈরি করতে চান তারা।

আঁখি আক্তার বিথীর গল্প তাই শুধু একজন ঋণগ্রহীতার সফলতার গল্প নয়—এটি একটি ছোট স্বপ্ন কীভাবে ধীরে ধীরে পরিশ্রম, পরিকল্পনা, ধারাবাহিকতা ও সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে একটি পরিবারের স্বাবলম্বিতার গল্পে পরিণত হয়, তারই অনুপ্রেরণাদায়ক উদাহরণ।

একটি ছোট উদ্যোগ দিয়ে শুরু হয়েছিল পথচলা; আজ সেই পথের দু'পাশে ছড়িয়ে আছে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, অটো রিকশা আর একটি স্বচ্ছল পরিবারের হাসিমুখ।

একজন সফল উদ্যোক্তা জনাব মোঃ মোজাফফার হোসেন শিকদার

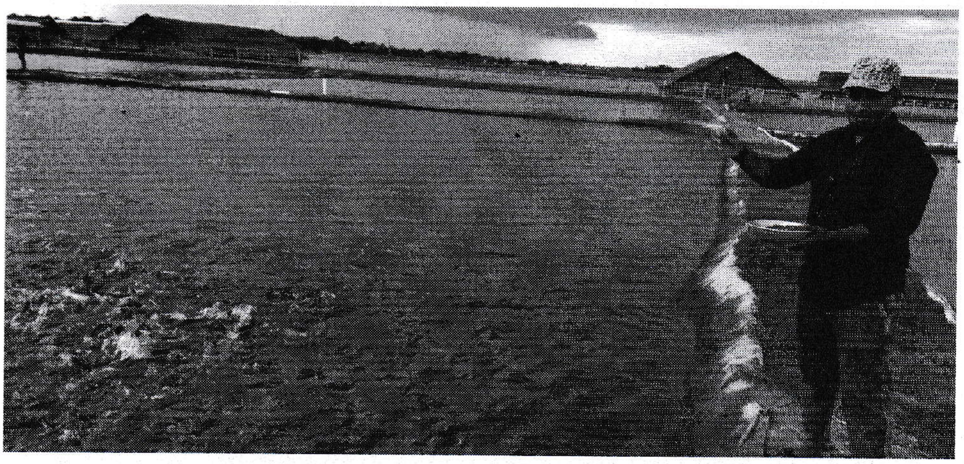

একজন সফল উদ্যোক্তা জনাব মোঃ মোজাফফার হোসেন শিকদার, গ্রামঃ শ্যামনগর, ডাক গদাইপুর, পাইকগাছা, খুলনা যার বর্তমান সদস্য কোড নম্বর-(৪৭৬৪-০৬০-০১৫) এবং পূর্বের সদস্য কোড ছিল-(৪৭৬৪-০৫০-০১৯)। তিনি আজ অব্দি ৪র্থ দফায় ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন উপজেলা কার্যালয় পাইকগাছা, খুলনা থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং প্রতিবার ঋণ গ্রহণ করে নির্দিষ্ট খাতেই তিনি তার গ্রহণকৃত টাকা বিনিয়োগ করে আজ একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জনাব মোঃ মোজাফফার হোসেন শিকদার পূর্বের সদস্য কোড এ-(৪৭৬৪-০৫০-০১৯) প্রথম দফায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে নিজ শ্রমে ও নিজস্ব জমিতে কার্প মাছ ছেড়ে ছিলেন এবং সেখান থেকে লাভজনক মুনাফাও অর্জন করেছিলেন একইসাথে অত্যন্ত নিয়মিতভাবে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন উপজেলা কার্যালয় পাইকগাছা, খুলনার ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় জমা প্রদান করেন। সন্তোষজনক পরিশোধ সাপেক্ষে পুনরায় অর্থ্যাৎ ২য় দফায় উক্ত সদস্যকোড থেকে ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং একইসাথে দুইটি ঘের নিয়ে সাদা মাছ ও লবন পানির মাছ চাষ শুরু করেন এবং এখান থেকেও অত্যন্ত লাভজনকভাবে তার প্রকল্প সমাপ্ত করেন একইসাথে অত্যন্ত নিয়মিতভাবে আমাদের ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় জমা প্রদান করে এবং সন্তোষজনক পরিশোধ সাপেক্ষে পুনরায় অর্থ্যাৎ ৩য় ও ৪র্থ দফায়-(৪৭৬৪-০৬০-০১৫)-সদস্যকোড থেকে পর্যায়ক্রমে ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) এবং সর্বশেষ ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন।

জনাব মোঃ মোজাফফার হোসেন শিকদার সন্তোষজনক ও লাভজনক মুনাফা অর্জন সাপেক্ষে তিনি নিজস্ব ও বর্গা মিলে প্রায় ৩০ (ত্রিশ) বিঘা জমির উপর সমন্বিত চাষের উদ্যেগ গ্রহণ করেন এবং বিশাল মাছের ঘের ও উপরে সোনালী মুরগী পালন শুরু করেছেন যেখানে ৫ (পাঁচ) হাজার মুরগীসহ চমৎকার খামার গড়ে তুলেছেন। নিজস্ব শ্রমের পাশাপাশি মাছের ঘের ও মুরগীর খামার মিলে বর্তমানে প্রায় ৫ জন পূর্ণকালীন শ্রমিক সেখানে কাজও করেন অর্থ্যাৎ ৫ (পাঁচ) টি পরিবার তাদের কর্মসংস্থানও নিশ্চিত হয়েছে। উল্লেখ্য, জনাব মোঃ মোজাফফার হোসেন শিকদার ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন উপজেলা কার্যালয় পাইকগাছা, খুলনা থেকে ৪র্থ দফা ঋণ গ্রহন করেও আজ-অব্দি কোন দফায় একটি কিস্তিও খেলাপি করেননি। জনাব মোঃ মোজাফফার হোসেন শিকদার এর ঋণ গ্রহণ থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট খাতে উক্ত টাকা বিনিয়োগ পর্যন্ত সাবিক কার্যক্রম অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন, তদারকি ও তার কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সকল দপ্তরের (মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ) সাথে সমন্বয় ও লিয়াজো করার যাবতীয় কাজে সকল দপ্তর প্রধানবৃন্দের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের খাতিরে জি,এম জাকারিয়া (উপজেলা ব্যবস্থাপক-৯০৬) সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে আসছে। জনাব মোঃ মোজাফফার হোসেন শিকদার ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন উপজেলা কার্যালয় পাইকগাছা, খুলনার সার্বিক কার্যক্রম ও আন্তরিক সহযোগিতা পেয়ে ভীষণ খুশি ও কৃতজ্ঞ। এই সহযোগিতার ধারাবহিকতা পেলে তিনি নিঃসন্দেহে একজন সফল ও বড়মানের উদ্যোক্তা হতে পারবেন বলেই তার প্রত্যাশা। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন উপজেলা কার্যালয় পাইকগাছা, খুলনাও তাকে একজন জাতীয় মানের উদ্যোক্তা তৈরিতে যৌক্তিভাবে তার পাশে থাকার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছে। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন উপজেলা কার্যালয় পাইকগাছা, খুলনার পুরো টিম তার মত একজন সফল উদ্যোক্তা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পেরে গর্বিত।

জনাব মাসকুরা বেগম-এর সফলতা

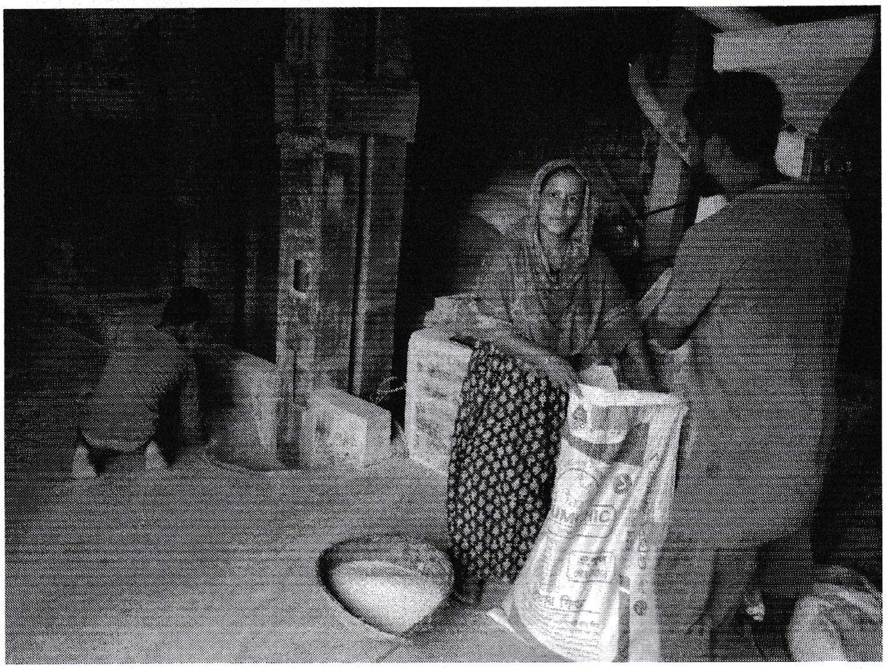

আমি জনাব মাসকুরা বেগম, স্বামী মোঃ জুলহাস মিয়া, গ্রাম-জানিগাঁও, ইউনিয়ন- লক্ষণশ্রী, উপজেলা-সুনামগঞ্জ সদর-এর বাসিন্দা।

পরিবারে আমার তিনটি সন্তান রয়েছে, একটি ছেলে ও দুটি মেয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। পারিবারিকভাবে আমার স্বামী, সন্তান, ও শ্বশুড়কে নিয়ে সাংসারিক অবস্থা খুব একটা সচল ছিল না।

এই দূরাবস্থায় এসএফডিএফ সহায়তা প্রকল্পের উপ-অঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের সাথে পরিচয় হয়। তাঁকে আমার পরিবারের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরি।

পরবর্তীতে অফিসে বসে অফিসিয়াল কার্যক্রম শুনে আমি ঋণ গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করি। প্রথম ধাপে ক্ষুদ্র ঋণ (MC) হতে আমি ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে পারিবারিকভাবে হাঁস, মুরগি পালন শুরু করি। প্রতিবছর শেষে আমার আর্থিক অবস্থা ভালো হচ্ছে এবং সেই সাথে উক্ত অফিস হতে ঋণ গ্রহণ পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসএফডিএফ সদর শাখায় সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে সুযোগ পাই। সেই প্রশিক্ষণে কিভাবে ঋণ ব্যবহার করে আর্থিক ভাবে ভাল করা যায় তার নির্দেশনা পাই। বাড়িতে এসে সকলের পরামর্শে ১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে, ধান, চাল, মরিচ, হলুদ ভাংগানোর মিল স্থাপন করি। আলহামদুলিল্লাহ মাস শেষে ভালো টাকা ইনকাম হচ্ছে এবং আমি আমার পারিবারিক চাহিদা মিটিয়ে নিয়মিত কিস্তি পরিবশাধ করি।

বছর শেষে আমার রাইস মিল হতে বার্ষিক আয় বাবা পায়। সেই সাথে বার্ষিক আয় হতে ৩টি গরু এবং কিছু পরিমাণ জমি বছরে বন্ধক নিয়ে কৃষি কাজ শুরু করি। মরিচ, তরমুজ, বাদাম চাষে ভালো ফলন হয়। এভাবে ২য় পর্যায়ে ঋণ গ্রহণ করি।

বর্তমানে আমি মাসকুরা বেগম আমার 'রাইস মিল'-কে বড় করে গড়ে তুলার স্বপ্ন দেখি। যা পরবর্তীতে পারিবারিক মতামত গ্রহণ শেষে SFDF সদর শাখায় যোগাযোগ করে ২.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণে এবং আমার বার্ষিক জমানো টাকা হতে এবং কৃষি পণ্য বিক্রয়ের পর অনেক দিনের লালিত স্বপ্ন প্রায় ১০.৫০ লক্ষ ব্যয়ে 'অটো রাইস মিল' স্থাপনে সক্ষম হই। আল্লাহর অনেক মেহেরবানী এবং SFDF সদর শাখার সহযোগিতায় আমার স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে।

আমার 'অটো রাইস মিলে' প্রতিদিন ৫(পাঁচ) জন কর্মচারী কাজ করছে যা দেখে আমি খুবই আবেগে আপ্লুত হই। আমি একজন অসহায় নারী ছিলাম, আর এলাকা বাসিও খুশি, পরিবার এবং সমাজে ভূমিকা রাখার জন্য।

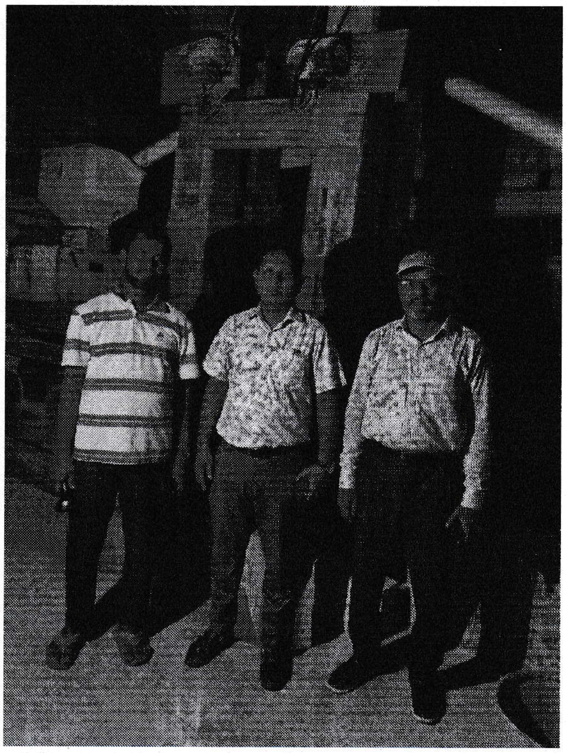

সম্প্রতি প্রধান কার্যালয় হতে নিরিক্ষা কার্মকর্তা জনাব মোঃ শফিউল আলম স্যার আমার 'অটো রাইস মিল' পরিদর্শন করে গিয়েছেন এবং বললেন এমন অজ পাড়া গাঁয়ে এই প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান তা সত্যি বিরল।

এসএফডিএফ-কে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে অভিনন্দন জানাই আমার স্বপ্নপূরনে সহযোগিতা করার জন্য। এই প্রতিষ্ঠান আগামী দিনগুলোতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে এই সফলতা কামনা করি।

রাজারহাট উপজেলা কার্যালয়ের এমই কোভিড উদ্যোক্তা ঋণী সদস্যের সফলতার গল্প

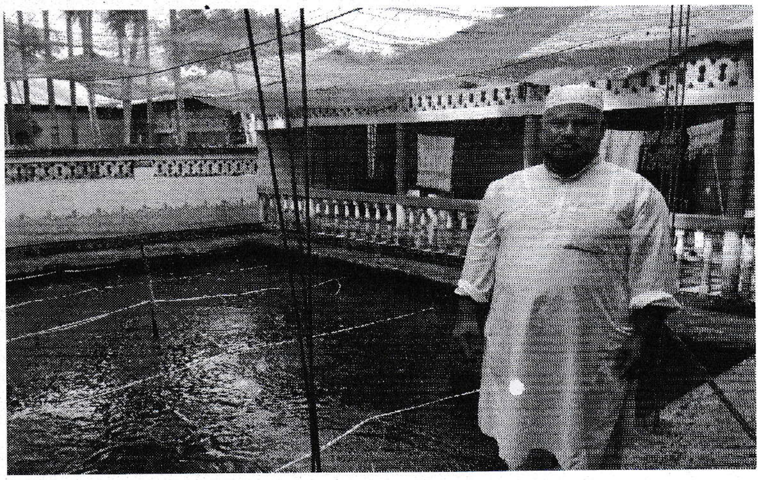

সাধারণ তথ্য (Member Profile):

সদস্যের নাম: মো: আব্দুল মুমিন
কেন্দ্র: এমই কোভিড -৪২
সদস্য ভর্তি : ২০-১০-২০২২ ইং
সদস্য কোড: ৪৯৭৭-০৪২-০১০
প্রকল্পের ধরণ: মৎস্য চাষ
ঋণের পরিমাণ: ১ম দফা ঋণ ১,০০,০০০/- ২য় দফা ১৫০,০০০ ৩য় দফা ১৭০,০০০/- ৪র্থ দফা ১৭০,০০০/-টাকা (চলমান)

প্রকল্পের বিবরণ ও বিনিয়োগ:

সদস্য ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন রাজারহাট উপজেলা কার্যালয় থেকে প্রথমে ১,০০,০০০ প্রাপ্ত ঋণ এবং নিজের জমানো ১,০০,০০০ পুঁজি, মোট ২,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন।

বিনিয়োগের খাত:

ছোট ছোট দুটি পুকুর তৈরী ১,৫০,০০০ টাকা। পোনা মাছ ক্রয়: ২০,০০০ মাছের খাদ্য ক্রয় ৩০,০০০ টাকা

বার্ষিক অর্জন ও অগ্রগতি উৎপাদন ও আয়:

পুকুর দুটি থেকে ৪ মাস পর পর স্থানীয় বাজারে মাছ বিক্রি করে নীট মুনাফা প্রায় ৮০,০০০-৯০,০০০ টাকা আয় হচ্ছে।

সম্পদ বৃদ্ধি:

প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ৪ বছরের মধ্যে ১৫ শতাংশ জমি সহ পুকুর ক্রয় করেন এবং ফসলি ১৫ শতাংশ জমি ক্রয়করেন। যার বর্তমান মূল্য ৭,৫০,০০০/- ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন রাজারহাটের পরামর্শ ও সহযোগিতায় মৎস অফিস থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে উক্ত পুকুরে মাছের ডিম থেকে পোনা উৎপাদন করিতেছেন।

জীবনযাত্রার মান:

অতিরিক্ত আয়ের ফলে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ ও পরিবারের পুষ্টির চাহিদা সহজেই মেটানো সম্ভব হয়েছে।

কিস্তি পরিশোধ:

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ঋণের মাসিক কিস্তি নিয়মিত ও সময়মতো পরিশোধ করা হয়েছে।

সমস্যা সমাধানে সহায়তা ঃ

শীত মৌসুমে মাছের রোগ বৃদ্ধি ও মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি সাধারণ কমে যায় তাই গৃহীত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মৎস্য অফিসারদের সঙ্গে সমন্বয় করে দেওয়া হয়। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা খামারটি আরও বড় করার জন্য ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন থেকে আরও বড় অংকের বিনিয়োগ বা উদ্যোক্তা ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

২৫/৮/২০২৫

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ
মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)